ভোরের কাগজ

তারিখ ..... 3 MAY 20 3
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ১-৬ ......

শিক্ষা বঞ্চিত মায়ানমারের শিশুরা

সারা বিশ্ব জুড়ে যখন শিক্ষার হার বাড়ানোর সর্বাত্মক অভিযান চলছে তখন ভারত সীমান্তবর্তী মায়ানমার এলাকায় শত শত বর্মী শিশু শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। এই ভাগ্যহীন শিশুরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রহর গুনছে। স্কুলে যেতে এদের আগ্রহ প্রবল। কিন্তু কেউ তাদের শিক্ষার সুযোগ দিতে এগিয়ে আসছে না।

সম্প্রতি একজন সংবাদদাতা মায়ানমার-ভারত সীমান্ত ঘুরে এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরেছেন। শিক্ষা বঞ্চিত এই শিশুদের সকাল থেকে মাঠে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় বাবা-মার সঙ্গে, পরিবারের আহার্য যোগাতে হিমসিম খেতে হয়।

সীমান্ত অঞ্চলে উল্লেখকৃত এই সংবাদদাতার দেখা চার শিশুর সঙ্গে— জিং, পং, আং এবং কিম। চার জনেরই বয়স ৮ থেকে ১২-এর মধ্যে। এখনো তারা কোনো স্কুলে ভর্তির সুযোগ পায়নি। চার জনেরই এক কথা : আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, নেই কোনো বিকল্প। কারণ এ অঞ্চলে কোনো স্কুল নেই, আর্থিক সঙ্গিত নেই, যাতে তারা পড়ালেখা করতে পারে।

স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে এ অঞ্চলের শিশুরা সবাই চাষাবাদে বড়োদের সাহায্য করে। এই শিশুদেরই একজনের পিতা বললেন, আমাদের শিশুদের যদি স্কুলে ভর্তি করাতে চাই-তো যেতে হবে ৩০ কিলোমিটার দূরে কোনো ভারতীয় স্কুলে। কিন্তু পাঠাবো কি ভাবে?

শিশুদের পিতারা মায়ানমারের সামরিক জান্তার হয়রানির আশঙ্কায় তাদের নাম উল্লেখ করতে ভয় পান। তারা বলেন, সামরিক জান্তা চায় না গরিব লোকেরা শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তাতে তাদের অধিকারের প্রতি নজর বাড়বে। আমাদের আবেদন-নিবেদন কিছুতেই তাদের মন গলাতে পারে না।

জিং বলে, শিক্ষার পরিবর্তে সে এখন বাবাকে মাঠে চাষাবাদে সাহায্য করতে চায়। অন্যদিকে পং আং কোনো ভারতীয় স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। শুধু শিক্ষার অভাবই নয়, এই শিশুদের প্রতিদিন অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও খাদ্যাভাবেরও মোকাবিলা করতে হয়। এই খাদ্যাভাব ভয়ঙ্কর।

শিক্ষাবঞ্চিত শিশুরা অকালে নেমে পড়ছে রাস্তায়

বলার অপেক্ষা রাখে না, দারিদ্র্য তাদের জীবনকে ব্যাপক মাত্রায় পঙ্গু করে ফেলেছে। শিশুরা বলেছে, বাঁচার জন্য আমাদের খাদ্য চাই। তাদের মতে, বর্ষায় খাদ্য ঘাটতি এ অঞ্চলে চরমে পৌঁছায়।

সংবাদদাতা বলছেন, বর্মী স্কুলে যেতে অনাগ্রহী কিছু ছেলেমেয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং সীমান্তবর্তী রাজ্য নাগাল্যান্ডে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করছে। নাগাল্যান্ডের মন জেলার একজন বর্ষীয়ান নাগরিক বললেন, 'বর্মী জনগণের সঙ্গে আমাদের কোনো বৈরিতা নেই, তাই আমরা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান করছি'। স্থানীয় জনসাধারণের মতে, ভারত সীমান্তবর্তী মায়ানমার অঞ্চলে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে মাত্র ৫০/৬০ জন বর্মী ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে। বাকি শত শত শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন, স্কুলের অভাব এবং মায়ানমার সরকারের নেতিবাচক মনোভাবের কারণে বর্মী সীমান্তবর্তী অঞ্চল শিক্ষার হার মাত্র ২ শতাংশ। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে এ সীমান্ত এলাকায় ছেলেমেয়েরা অনাগত ভবিষ্যতেও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবে।

সান-ফিচার সার্ভিস।